বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৫.২১-১৪১

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১৪ মার্চ ২০২১

পরিপত্র-৩

বিষয়ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ২০২১ উপলক্ষে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণী এবং নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা ও রিটার্ন ইত্যাদি

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য ও সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনের জন্য যেহেতু ইতিমধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষিত হইয়াছে সেহেতু স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৮ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে নির্ধারিত ফরমে সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণী সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে। উক্ত সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রার্থী আয়কর দাতা হলে আয়কর রিটার্ন, কর পরিশোধের প্রমাণপত্র ও অন্যান্য কাগজাদিও দাখিল করতে হবে।

১। **সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় ও উৎসের বিবরণীতে তথ্য দাখিলঃ** (১) প্রত্যেক প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে ফরম-''ঢ''-তে একটি বিবরণী দাখিল করতে হবে। তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবে। যথাঃ-

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে উহার পরিমাণ এবং উক্ত আয়ের উৎস;
(খ) প্রার্থীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে কর্জ করা হবে বা দান হিসেবে পাওয়া যাবে এরূপ সম্ভাব্য অর্থ এবং আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস ;
(গ) কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ; এবং
(ঘ) অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্য এরূপ অর্থ এবং উক্ত আয়ের উৎস।

ব্যাখ্যা- ''আত্মীয়-স্বজন'' অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নি।

(২) ফরম 'ঢ' তে উল্লিখিত তথ্যাদি ছাড়াও সম্ভাব্য ব্যয়ের খাতসমূহ এবং উক্ত খাতসমূহের সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে। সুতরাং প্রার্থীগণ যাতে, আগেই সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাখে, তার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

২। **আয়কর রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্রঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৮(১) অনুসারে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রার্থীর সম্পদ বিবরণী সম্বলিত প্রার্থী আয়কর দাতা হলে সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপিও সংযুক্ত করতে হবে।

৩। **সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, আয়কর রিটার্ন এবং আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন কমিশনে দাখিল/প্রেরণঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (১)-এর অধীন সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (২)- এর অধীন প্রার্থী আয়কর দাতা হলে, তার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত আয়কর রিটার্ন এবং আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে এবং সকল প্রার্থীকে অবহিত করতে হবে।

৪। **ব্যয় নির্বাহের সম্ভাব্য উৎসের সম্পূরক বিবরণী দাখিলঃ** যদি প্রার্থী বিধি ৪৮ এর উপ-বিধি (১)-এর অধীন দাখিলকৃত সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীতে উল্লিখিত কোন উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে কোন অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি অর্থ প্রাপ্তির পর বিধি ৪৮- এর উপ-বিধি-(৪) -এর অধীন তাৎক্ষণিকভাবে তা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সাথে এরূপে প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করে একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

৫। **চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনে ব্যক্তিগত ব্যয়ের সীমাঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ অনুসারে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৬। **চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনি ব্যয়ের সীমাঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ অনুসারে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশে নির্বাচনি ব্যয় বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ব্যয় করতে পারবেন। উল্লিখিত বিষয়টি আপনি বিভিন্ন চেয়ারম্যান প্রার্থীদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠক, বিভিন্ন মিটিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা সম্ভাব্য সকল পন্থায় চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। **সদস্য (সংরক্ষিত ও সাধারণ) পদের নির্বাচনে ব্যক্তিগত ব্যয়ের সীমাঃ** সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) ব্যয় করতে পারবেন

৮। **সদস্য (সংরক্ষিত ও সাধারণ) পদের নির্বাচনে নির্বাচনি ব্যয়ের সীমাঃ** সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনি ব্যয় বাবদ সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) ব্যয় করতে পারবেন।

৯। **ব্যক্তিগত ব্যয় ও নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা প্রার্থীদের অবহিতকরণঃ** প্রার্থীদের নির্বাচনে ব্যক্তিগত ব্যয় ও নির্বাচনি ব্যয় সীমার পরিমাণ এবং নির্বাচনি ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলের বিষয়টি প্রার্থীদের অবহিত করা এবং প্রার্থীর উক্ত তথ্যাদি নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং অফিসার ভোটারদের মাঝে ব্যাপক প্রচার করবেন এবং মনোনয়নপত্র দাখিলে ইচ্ছুক সকলকে অবহিত করতে হবে।

১০। **নির্বাচনি অর্থ ব্যয়ঃ** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর নির্বাচন বাবদ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। এ বিষয়টিও মনোনয়নপত্র বিলির প্রাক্কালে প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে।

১১। **নির্বাচনি ব্যয়ের অর্থ খরচের ক্ষেত্রসমূহঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এ যে সকল ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ দেয়া আছে, সে সকল বিধি নিষেধ প্রতিপালন করতে হবে। আচরণ বিধিতে উল্লিখিত বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না, করলে তা আইনত দন্ডনীয় হবে এবং বিষয়টি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

১২। **নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং অর্থ ব্যয় করাঃ** চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট বা যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, বিধি ৫০ এর অধীন নির্বাচনি ব্যয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বেই কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি আলাদা নতুন একাউন্ট খুলতে হবে এবং উক্ত একাউন্ট হতে ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য সকল অর্থ খরচ করতে হবে। উক্ত একাউন্ট নম্বর পূর্বেই রিটার্নিং অফিসারকে জানিয়ে দিতে হবে। সুতরাং নতুন একাউন্ট খোলা এবং নির্বাচনের সকল ব্যয় উক্ত একাউন্ট হতে করার বিষয়টি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে। তবে সদস্য পদের প্রার্থীদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রয়োজন হবে না।

১৩। **চেয়ারম্যান প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন, হলফনামা ইত্যাদি দাখিল এবং দাখিলের সময়সীমাঃ** নির্বাচিত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা সরকারি গেজেটে প্রকাশ হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্টকে প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন হলফনামাসহ রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের সদস্য বা সাধারণ আসনের সদস্য পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের কোন রিটার্ন দাখিল করতে হবে না।

১৪। **নির্বাচনি এজেন্ট সম্পর্কিত হলফনামা দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫১ এর উপবিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সাথে যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট, সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীর হলফনামা ফরম-'ত' অনুসারে, যেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করবেন সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীর হলফনামা ফরম-'ত-১' অনুসারে এবং নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা ফরম-'ত-২' অনুসারে সংযুক্ত করতে হবে।

১৫। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের বিষয়বস্তুঃ** প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবেঃ-

(ক) বিল, ভাউচারসহ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন হতে প্রত্যেক দিনে ব্যয়িত অর্থের বিবরণী যাতে সকল বিল, ভাউচার ও রসিদ এর উল্লেখ থাকবে;
(খ) বিধি ৫০ এর দফা (ক) এর অধীন খোলা একাউন্ট নম্বরসহ জমাকৃত এবং উত্তোলিত অর্থের ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণী (Statement) এর একটি কপি;
(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক ব্যক্তিগত খরচের মোট পরিমাণ ;
(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল বিতর্কিত দাবির বিবরণী;
(ঙ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল অপরিশোধিত দাবির একটি বিবরণী; এবং
(চ) নির্বাচনি খরচের জন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণসহ উক্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে বিবরণী।

১৬। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা ও ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রার্থী/প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অবহিত করাঃ** আপনি সকল প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে উল্লিখিত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা, সময়সীমা এবং ক্ষেত্রসমূহ অবহিত করবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থীগণ যাতে উল্লিখিত কার্যাদি যথাসময়ে ও যথানিয়মে প্রতিপালন করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৭। **নির্বাচনি ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ।**-(১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ৫২ এর অধীন চেয়ারম্যান পদের দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন তার অফিসে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করবেন। উক্ত রিটার্ন নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(২) বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন বা উহার কোন অংশের কপি, পৃষ্ঠা প্রতি ৫ (পাঁচ) টাকা প্রদান সাপেক্ষে, যেকোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করা যাবে।

১৮। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

১৪/৩/২০২১

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail: ecsemc2@gmail.com

বিতরণ: ১। জেলা প্রশাসক, ----------(সংশ্লিষ্ট)
২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৫। ----------ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৫.২১-১৪১

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১৪ মার্চ ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৬. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১১. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১২. মহাপরিচালক (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল]
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
১৯. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)

২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৭. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৫/৩/২০২১

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-২
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com